পিআর পদ্ধতিসহ ৫ দফা দাবিতে মেহেরপুরে জামায়াতের মানববন্ধন

পিআর পদ্ধতিকে জুলাই জাতীয় সনদের অন্তর্ভুক্ত করে গণভোটের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখা।

আজ বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে শহরের জেলা প্রেসক্লাবের সামনে এ কর্মসূচির আয়োজন করে জামায়াত জেলা শাখা।

এ মানববন্ধন কর্মসূচির প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আমির তাজউদ্দীন খান।

এছাড়া জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইন, জেলা নায়েবে আমির মাহবুবুল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, জনগণের ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত করতে পিআর পদ্ধতির বিকল্প নেই। তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে এই পদ্ধতিকে জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত করে গণভোটের মাধ্যমে জনগণের মতামত নেওয়ার দাবি জানান।

এছাড়া তারা জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা এবং আওয়ামী লীগ আমলের সব হত্যাকাণ্ডের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেন।

মানববন্ধনে ব্যানার-ফেস্টুন হাতে জেলা শাখার নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

দামুড়হুদায় তিন দফা দাবিতে

শিক্ষকদের মানববন্ধন

দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষকদের উদ্যোগে তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

জানা যায়, সারা দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করছেন। এরই অংশ হিসেবে দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন করেন।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তিন দফা দাবি হলো, ২০% বাড়ি ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ করতে হবে ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে।

এ সময় মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফাহমিদা খাতুনের সভাপতিত্বে অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক আশরাফুল আলম, আল আমিন, মিজানুর রহমান, সামসিয়া ফাহমিদা, নূরজাহান বেগম, কাজল রেখা, সিনিয়র সহকারী শিক্ষক নূরজাহান বেগম, রিপা খাতুন, রোহিণী আক্তার, বিপুল কুমার, আবু বক্কর সিদ্দীক প্রমুখ।

পিআরসহ ৫ দফা দাবিতে ঝিনাইদহে জামায়াতের স্মারকলিপি পেশ

পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ ৫ দফা দাবিতে ঝিনাইদহে র্যালি ও প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি পেশ করেছে জামায়াতে ইসলামী।

আজ রোববার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বর থেকে জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি ঝিনাইদহ-

চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে তাদের দাবি-সংবলিত স্মারকলিপি জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর পেশ করেন।

এর আগে শহীদ মিনার চত্বরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আলী আজম মো. আবু বকর, নায়েবে আমির আব্দুল আলিম, সেক্রেটারি অধ্যাপক আব্দুল আওয়াল, সহকারী সেক্রেটারি কাজী সগির আহম্মদ, কেন্দ্রীয় শুরা সদস্য প্রফেসর মতিয়ার রহমান, বাইতুল মাল সম্পাদক তাজুল ইসলাম, সদর শাখার আমির ড. হাবিবুর রহমান, শহর শাখার আমির অ্যাড. ইসমাইল হোসেনসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সে সময় বক্তারা ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের আগেই জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবি জানান। সেই সঙ্গে জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা এবং ফ্যাসিস্ট সরকারের গণহত্যা ও দুর্নীতির দৃশ্যমান বিচারের দাবি জানান।

মেহেরপুরে ৫ দফা দাবিতে জামায়াতের স্মারকলিপি প্রদান

আগামী ফেব্রুয়ারিতে ‘জুলাই জাতীয় সনদ’ এর ভিত্তিতে একটি নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক ও গণতান্ত্রিক জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেছে জামায়াতে ইসলামী।

রবিবার (১২ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ১০টায় শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্ক থেকে একটি মিছিল বের হয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলের নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর তাজউদ্দিন খান।

মিছিলে জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইন, জেলা নায়েবে আমীর মহবুবুল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, উপজেলা আমীর সোহেল

রানা, পৌর আমীর সোহেল রানা ডলার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরে জেলা প্রশাসক ড. মুহাম্মদ আবদুল ছালামের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপি প্রদানের আগে জেলা জামায়াতের পক্ষ থেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে পাঁচ দফা দাবি পড়ে শোনানো হয়।

দাবিগুলো হলো, জুলাই সনদের ভিত্তিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন, জাতীয় নির্বাচনে উভয় কক্ষে পিআর (প্রোপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) পদ্ধতি চালু, অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সবার জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত, ফ্যাসিস্ট সরকারের জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচারের ব্যবস্থা, স্বৈরাচারপন্থী দলসমূহ, বিশেষ করে জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলীয় জোটের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা।

গাংনীতে নানা দাবিতে শিক্ষকদের মানববন্ধন ও সমাবেশ

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের বাড়িভাড়ার নামে ৫০০ টাকার ন্যাক্কারজনক ও দূরভিসন্ধিমূলক প্রজ্ঞাপন বাতিলের দাবিতে মেহেরপুরের গাংনীতে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা ১১টার সময় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সামনে এই মানববন্ধনের আয়োজন করে বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ ফেডারেশন, গাংনী উপজেলা শাখা।

বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক পরিষদ ফেডারেশন গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি ও সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি আবুল হাসেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক শিক্ষক পরিষদের গাংনী উপজেলা শাখার সভাপতি মোমিনুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক হাসানুজ্জামান খান, পৌর শাখার সভাপতি আজিজুল হক, বামন্দী

নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ সাজ্জাদুল আলম স্বপন, গাংনী সিনিয়র আলিম মাদ্রাসার ভাইস-প্রিন্সিপাল শফিকুল ইসলাম এবং হোগলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

মানববন্ধনে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সমান শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কাজ করলেও সরকারি শিক্ষকরা নানা সুবিধা ভোগ করে আসছেন। তাদের সঙ্গে আমাদের বিরাট বৈষম্য রয়েছে। সরকার বাড়িভাড়া বাবদ মাত্র ৫০০ টাকা বরাদ্দ দিয়ে আমাদের সঙ্গে তামাশা করেছে। অবিলম্বে এটি বাতিল করে ন্যূনতম ২০,০০০ টাকা বরাদ্দ না দিলে শিক্ষকদের অধিকার আদায়ে আমরা মাঠে নামব।

গাংনীতে মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ

ইসলামী ব্যাংকসহ দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে বিশেষ অঞ্চলের একচ্ছত্র নিয়োগ বাতিল করে অবিলম্বে মেধাভিত্তিক নিয়োগের দাবিতে গাংনীতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের ইসলামী ব্যাংকের গাংনী শাখার সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে বৈষম্যমুক্ত চাকরি প্রত্যাশী পরিষদ।

হাফেজ মোহাম্মদ সাইফুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন আলামিন হোসেন, আবু সায়েম, রোমান মল্লিক, সিহাব হোসেন, মাহবুব রহমান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, চট্টগ্রাম অঞ্চলের এস আলম গ্রুপ ইসলামী ব্যাংকসহ দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ওই এলাকার হাজারো মানুষকে নিয়োগ দিয়েছে যাদের অনেকেরই একাডেমিক যোগ্যতা নেই।

অবিলম্বে এসব নিয়োগ বাতিল করে মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে হবে।

মানববন্ধনে বিপুল সংখ্যক চাকরি প্রত্যাশী যুবক অংশ নেন।

ঝিনাইদহ জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নিয়ম বহির্ভুত কমিটি বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঝিনাইদহ জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড অনুমোদনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বাতিলের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন জেলা মুক্তিযোদ্ধা দল। আজ শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ আইনজীবী সমিতির কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, ঝিনাইদহ শহীদ জিয়াউর রহমান ল কলেজের অধ্যক্ষ বীরমুক্তিযোদ্ধা এস এম মশিয়ুর রহমান। এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আব্দুল আলীম, গোলাম মোস্তফা লোটন, মোঃ রেজাউল ইসলাম, মোঃ ইসরাইল হোসেন, সিদ্দিকুর রহমান ও লিয়াকত আলীসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধারা উপিস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়, দেশের সরকার পরিবর্তন হলেও “দেশকে স্বাধীন করার জন্য জীবন বাজি রাখা মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা আমরা কোনোভাবেই মেনে নেব না।”

অভিযোগ করা হয়, গত ৫ জুলাই কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সভায় স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয়, জেলা কমান্ড গঠন করতে হবে উচ্চতর ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে। যেখানে একাধিক কমিটি থাকবে, সেখানে সমঝোতা অথবা কেন্দ্রীয় নেতাদের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি গঠনের কথা বর হয়। এছাড়া বিগত সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কিংবা অবৈধ সুবিধাভোগীদের বাদ দেওয়ার নির্দেশনা ছিল। কিন্তু এসব নির্দেশনা উপেক্ষা করে ঝিনাইদহ জেলা কমান্ড গঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মুক্তিযোদ্ধারা।

অভিযোগে দাবী করা হয়, অনুমোদিত কমিটির ১ নং আহ্বায়ক, ২ নং যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব এই তিনজনের কেউই উচ্চতর ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা নন। বরং তাঁরা বিগত সরকারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং অবৈধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেছেন।

এছাড়া জেলার পক্ষ থেকে চারটি কমিটি জমা দেওয়া হলেও প্রাণিত তিন কমিটির কাউকে না জানিয়ে গোপনে একটি প্যানেল থেকে কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। ঘোষিত কমিটির আহ্বায়কের ছেলে বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের নিয়ান্বিত মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের সদস্য সচিব ছিলেন। উপরন্তু ঘোষিত কমিটির ১১ সদস্যের মধ্যে ছয়জনই পদত্যাগ করেছেন, ফলে গঠিত এই কমিটির কোনো বৈমতাই নেই।

সংবাদ সম্মেলনে মুক্তিযোদ্ধারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, “বর্তমান জেলা কমার অবৈধ। অনিত্বে এ কমিটি বাতিল করে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধাদের মতামতের ভিত্তিতে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে। নইলে যে কোনো পরিস্থিতির দায় কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলকেই বহন করতে হবে।

ঝিনাইদহে রেলপথ সংযোগ বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের সাথে দ্রুত রেলপথ সংযোগ বাস্তবায়নের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকাল ৩টায় ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্বরে এই মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করে ঝিনাইদহ উন্নয়ন সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি। সমন্বয় কমিটির সহসভাপতি এম এ কবীর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাঃ মোস্তাফিজুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, দৈনিক নবচিত্র পত্রিকার সম্পাদক আলাউদ্দীন আজাদ, সমন্বয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী আবুল বাশার, মোশারফ হোসেন, তাজনুর রহমান, জিয়াউল ইসলাম খান, আব্দুস সবুর, আনোয়ার হোসেন, ফখরুদ্দিন মুন্না, ফারুক হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, আলমিরাজ,

লিয়াকত হোসেন প্রমূখ।

বক্তাগণ বলেন, ঝিনাইদহের ২২ লক্ষ মানুষের একমাত্র যাতায়াত ব্যবস্থা হলো সড়ক পথ অথচ অন্যান্য অনেক জেলা রেলপথ, সড়কপথ, আকাশপথ এমনকি নৌপথ দ্বারা সংযুক্ত। বক্তাগণ বলেন, মাগুরা, যশোর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা জেলায় রেল যোগাযোগ থাকলেও ঝিনাইদহ জেলা এখনও রেল নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন। বক্তাগণ বলেন, অবিলম্বে ঝিনাইদহের সাথে রেল সংযোগ বাস্তবায়ন করতে হবে। তারা আরও বলেন, রেলপথ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এই কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে।

মেহেরপুরে ৫ দফা দাবিতে জামায়াতের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবিতে মেহেরপুরে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে জামায়াতে ইসলামী। গতকাল শুক্রবার বিকেলে শহরের কলেজ মোড়ে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশ শেষে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান।

জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইনের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য রাখেন, জেলা নায়েবে আমির মাওলানা মহবুবুল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওলানা রুহুল আমিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা জানান, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের রেখে যাওয়া ব্যবস্থায় সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়। তারা কেন্দ্রীয় ঘোষিত ৫

দফা দাবির মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, ফেব্রুয়ারির মধ্যে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন আয়োজনের দাবি জোরালোভাবে উপস্থাপন করেন। নেতৃবৃন্দ ঘোষণা দেন, দাবিগুলো পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন ও কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

এ সময় সদর উপজেলা সেক্রেটারি মাস্টার জাব্বারুল ইসলাম, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি মো. আব্দুস সালামসহ মেহেরপুর ও মুজিবনগর জামায়াতের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পিআর পদ্ধতিসহ ৫ দফা দাবিতে আলমডাঙ্গায় জামায়াতের বিক্ষোভ সমাবেশ

আলমডাঙ্গায় জামায়াতের পিআর পদ্ধতিসহ ৫দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টায় উপজেলা মঞ্চে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল উপজেলা গেট থেকে শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

মিছিলটি চারতলা মোড়, হাজী মোড়, আলিফ উদ্দিন রোড, হাই রোড হয়ে এরশাদ মঞ্চে গিয়ে শেষ হয়। উপজেলা জামায়াতের আমির প্রভাষক শফিউল আলম বকুল-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের যুব বিভাগের সভাপতি শেখ নূর মোহাম্মদ হুসাইন টিপু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা জামায়াতের সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলতাফ হুসাইন, আইন ও আদালত বিষয়ক সম্পাদক দারুস সালাম। সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবি বাস্তবায়ন ছাড়া বাংলাদেশে কোন নির্বাচন হবে না।

উদ্বোধনী বক্তব্য দেন পৌর শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি সাহিন শাহিদ, পৌর আমীর মাহের আলী। আরও বক্তব্য রাখেন, কুমারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, পৌর যুব সভাপতি সাইফুল্লাহ হুসাইন,

পৌর নায়েব আমীর জুলফিকার আলী, উপজেলা দপ্তর সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, জিএ সেক্রেটারি কামরুল হাসান সোহেল, উপজেলা যুব সভাপতি তরিকুল ইসলাম।

এই বিক্ষোভ সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন, সাবেক উপজেলা সহকারী সেক্রেটারি বিলাল হোসাইন, যুব বিভাগের সভাপতি তরিকুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, কুমারী ইউনিয়ন আমির আবুবকর সিদ্দিক বাবলু, কালিদাসপুর আমির আসাদুল হক, ডাউকি আমির সজিবুর রহমান, জামদানি আমির ফজলুল হক, বেলগাছি ইউনিয়ন সভাপতি আমান উদ্দিন, নাগদাহ ইউনিয়ন আমের ডাক্তার রিপন বিশ্বাস, আইলহাস ইউনিয়ন আমির লিয়াকত আলী, খাসকররা ইউনিয়ন আমির মাওলানা আব্দুল লতিফ, জেহালা ইউনিয়ন আমির প্রভাষক হুমায়ুন কবির, হারদি ইউনিয়ন আমির গিয়াস উদ্দিন ও বাড়াদি ইউনিয়ন আমির জাহাঙ্গীর আলমসহ ইউনিয়নের অন্যান্য দায়িত্বশীলবৃন্দ। সঞ্চালনায় ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আলমডাঙ্গা উপজেলা সেক্রেটারি মুহা. মামুন রেজা।